দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 10 MAR 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

[illegible] ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

72

শিক্ষাঙ্গন

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা

সরকারী সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার অধীনে সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেকে প্রতি বছর প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্য বই বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। সরকারের এ কর্মসূচী সত্যই কল্যাণকর। কিন্তু অতীব পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমমানের ইবতেদায়ী মাদ্রাসায় তা প্রদান করা হয় না। মাদ্রাসা ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধার্মিক জীবন সকলের নিকটই কাম্য। এমনও অনেক অভিভাবক রয়েছেন, যারা নিজেদের ছেলেমেয়েদেরকে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করাতে চান। তাদের এরূপ অভিলাষ থাকা সত্ত্বেও তাদের সে আশা আর পূর্ণতা লাভ করে না। পাঠ্য পুস্তক ক্রয় করতে অক্ষম এরূপ পরিবার গ্রামাঞ্চলেই বেশী।

এদেশের ইবতেদায়ী মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ষোল হাজারেরও বেশী। এসব শিক্ষার্থীর অর্থনৈতিক সমস্যাই প্রধান। অধিকাংশ কোমলমতি শিক্ষার্থীর পক্ষে এ সমস্যা কাটিয়ে উঠে শিক্ষার দিকে মনোনিবেশ করা এক দুরূহ ব্যাপার। এখনও দেশে শিক্ষার হার অনেক কম। এই বিরাট অংশ শিক্ষার্থীর পড়াশোনার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও যদি শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয় বা শিক্ষার ব্যাপারে নিশ্চিত না হয়, তা হলে কিছুতেই শিক্ষাকে সার্বজনীন করা সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় সরকারী সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের অধীনে শিক্ষার বিভিন্ন উপকরণসহ বিনামূল্যে পাঠ্য বই বিতরণ করা হলে গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার পথ যে প্রশস্ত হবে কেবল তা-ই নয়, অভিভাবকরাও তাদের সন্তানদের শিক্ষার ব্যাপারে সুনিশ্চিত হতে পারবেন।

এতএব, জরুরী ভিত্তিতে সমন্বিত ব্যবস্থা চালু করে প্রাথমিক বিদ্যালয় ও তার সমমানের ইবতেদায়ী মাদ্রাসায় শিক্ষার বিভিন্ন উপকরণসহ পাঠ্য বই বিনামূল্যে বিতরণ করে শিক্ষা ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ঘটানো প্রয়োজন। এ প্রকল্প কার্যকর হলে আমরা সিংহভাগ শিক্ষিত নাগরিক উপহার পাবো।

—কাজী আশরাফুর রহমান